['কাব্যের উপেক্ষিতা'-য় নামকরণ প্রসঙ্গ]

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধটিতে বেশ কতকগুলি উপেক্ষিতা নারী চরিত্র বর্ণনা করেছেন। আর এই চরিত্রগুলি বর্ণনা করতে গিয়েই তিনি নামকরণ প্রসঙ্গ এনেছেন।

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে যাঁরা নামকে শুধু নাম মাত্র মনে করেনি তিনি তাঁদের দলে পড়েন না। এই প্রসঙ্গে তিনি শেক্সপীয়ারের উদাহরণ দিয়েছেন। শেক্সপীয়র তাঁর 'Romeo and Juliet' নাটকে Juliet এর সংলাপের মাধ্যমে বলেছেন —

"what's in a name? that which we call a rose By any other name would smell as sweet."

— অর্থাৎ এর থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি এই নামের ব্যাপারটিকে কতটা উর্দ্ধস্তরে দেখতেন। অবশ্য তিনি এর পরে এও বলেছেন যে গোলাপ বলেই হয়তো এ কথা গোলাপ সম্বন্ধে খাটতেও পারে। কারণ যতই হোক, সেই গোলাপের মধ্যে একটা মাধুর্যের সীমাবদ্ধতা কাজ করে। তার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে। আর সেই জ্ঞানটুকুরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু একথা কখনোই একটা মানুষের পক্ষে খাটে না। কারণ মানুষের মধ্যে কোনো কিছুরই সীমাবদ্ধতা নেই। তার বহিঃমননের সাথে একটি অন্তঃসত্ত্বাও জড়িয়ে থাকে যা সমস্ত সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ছাপিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যে উপেক্ষিতা নারীদের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম উর্মিলার স্থান দিয়েছেন এবং তার কারণ হিসাবে বলেছেন —

"বোধ করি তাহার একটা কারণ, এমন মধুর নাম সংস্কৃত কাব্যে আর দ্বিতীয় নাই।"

— রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই নামকরণ ব্যাপারটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এরপর তিনি উদাহরণ স্বরূপ উর্মিলা নামটিকে বিচার করে দেখিয়েছেন —

"দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীরপতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।"

— সত্যিই যদি একবার বিচার করে দেখা যায় যে, দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হত তবে তা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কখনোই খাপ খেত না। উর্মিলা নামটি যেমন একটি

তরুণ, শুভ্র, কোমল, কমনীয়, নম্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ইঙ্গিত করে, সেই কখনই দ্রোপদীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধিত হতে পারত না। এর জন্যেই কোথে তিনি বলেছেন —

"এই নামটি জন্মে বাল্মীকির নিকট ঋণী আছি।"

প্রাবন্ধিকের মতে জগতের সমস্ত সৃষ্টি কর্ম নিজেকে অস্তিত্বকে প্রকাশ করে তোলে তার এই নামের সূত্রেই। নামহীন সৃষ্টি অবাস্তব। আর সাহিত্যের সঠিক নামকরণ হল একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এই 'নাম' কোন কিছুর অস্তিত্ব কেই জানান দেয় না, সাথে তার অন্তরের অস্তিত্বকে, পরিচয়টিকেও তোলে। সেই নাম যতই চরিত্রভিত্তিক, ব্যঞ্জনধর্মী হোক না কেন তার আলাদা এক গুরুত্বই আছে। কোনো সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যে নাম এমন হওয়া উচিত যেন তা অন্তঃপুরের চাবিকাঠি হয়ে ওঠে এবং তাতে 'এক পলকে একটু দেখা' -র মতো মনোভাব পাঠকের সৃষ্টি হয়।